সিটি ব্যাংকের এজেন্ট খাদেমুল হত্যা মামলার আসামী গ্রেফতার

গত ২৬ আগস্ট গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব-আমঝুপি সড়কের খোকসা মাঠের মধ্যে ছিনতাইকারীদের গুলিতে নিহত কোমরপুর সিটি ব্যাংকের এজেন্ট মালিক ও তন্নি হার্ডওয়্যারের স্বত্বাধিকারী খাদেমুল ইসলাম হত্যা মামলার অজ্ঞাতনামা আসামী আক্তারুজ্জামান সেতু (২১) কে গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

ডিবি পুলিশের পরিদর্শক তরিকুল ইসলামের নেতৃত্বে উপপরিদর্শক সুলতান মাহমুদ, এএসআই মাহাতাব উদ্দীনসহ সঙ্গীয় ফোর্স চট্টগ্রামের ডাবল মুরিং থানার আগ্রাবাদ এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন। সেতু মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের মধ্যপাড়া এলাকার আবুল কালাম আজাদের ছেলে।

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে বৃহস্পতিবার সকালের দিকে ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
ডিবি পুলিশের পরিদর্শক তরিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, গ্রেফতার করে মেহেরপুর ডিবি কার্যালয়ে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে হত্যাকান্ডের নানা তথ্য দিচ্ছেন।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের ২৬ আগস্ট বেলা সাড়ে ১১টার দিকে খাদেমুল ইসলাম ৪৬ লাখ একটি স্কুল ব্যাগে নিয়ে মোটরসাইকেল যোগে আমঝুপি-ড়াঁড়াডোব সড়ক হয়ে গাংনী আসছিলেন।

আমঝুপি-গাঁড়াডোব সড়কের খোকসা ও গাঁড়াডোব গ্রামের মাঠের মধ্যে পৌঁছানো মাত্র পেছন থেকে মোরসাইকেলে আসা দুইজন দুর্বৃত্ত তার গতিরোধ করে টাকা ভর্তি ব্যাগ ছিনতাইয়ের চেষ্টা করেন। তখন খাদেমুল ইসলামের সঙ্গে দুইজন দুর্বৃত্তের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। এক পর্যায়ে দুর্বৃত্তরা খাদেমুলকে পিছনে গুলি করে।

এসময় খাদেমুল রস্তায় পড়ে চিৎকার শুরু করেন। এসময় একটি পাখি ভ্যান আসতে দেখে দুর্বৃত্তরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়।স্থানীয়রা খাদেমুলকে মুমূর্ষু অবস্থায় টাকার ব্যাগসহ উদ্ধার গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নেন।

সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান। তার কাঁধে থাকা ব্যাগ থেকে ৪৬ লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

এঘটনায় নিহতের পিতা বাদী হয়ে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। গাংনী থানার মামলা নং ৩০ তারিখ ২৭/০৮/২০২১ ধারা ৩৯৪/৩০২/৩৪ পেনাল কোড। গ্রেফতাকৃত আসামীকে আগামীকাল শুক্রবার আদালতে নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে একজনকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে জখম

মেহেরপুরে বসতবাড়ির জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে সাইদুর রহমান (৫৫) নামের এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে রক্তাক্ত জখম করার অভিযোগ উঠেছে একই এলাকার মনিরুজ্জামান ও তার স্ত্রী সালমা খাতুনের বিরুদ্ধে । বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মেহেরপুর পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ড নতুন শেখপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় একটি এজাহার দাখিল করা হয়েছে।

এজাহার সূত্রে জানা গেছে, বসত বাড়ির জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে মনিরুজ্জামান ও তার স্ত্রী সালমা খাতুন বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে দেশীয় অস্ত্র দা ও লোহার রড় নিয়ে সাইদুর রহমানের বাড়ির ভিতরে ঢুকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে। এক পর্যায়ে সাইদুর রহমান গালিগালাজ নিষেধ করলে মনিরুজ্জামান উত্তেজিত হয়ে তার হাতে থাকা দাঁ দিয়ে সাইদুর রহমানের মাথায় কোপ মেরে রক্তাক্ত জখম করে।

এসময় সালমা খাতুন তার হাতে থাকা রড দিয়ে সাইদুর রহমানের ঘাড়, পিঠ ও মাজাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে পিটিয়ে গুরুতর জখম করে। এসময় সাইদুর রহমানের চিৎকারে এলাকাবাসী এসে তাকে উদ্ধার করে। বর্তমানে তিনি মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে।

মেহেরপুরে জোসনা বেকারির ২০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুর শহরের জোসনা বেকারিতে ময়লা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, নষ্ট পচা ডিম কেক তৈরিতে ব্যবহার, খাবারের মেয়াদের তালিকা না থাকা, অনুমোদনহীন প্রোডাক্ট বিক্রি করা, বিএসটিআই এর অনুমোদন ছাড়া দই তৈরি করায় ২০ হাজাার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে এ অভিযান চালানো হয়।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এ অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় বেকারিতে ময়লা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, পচা ডিম কেক তৈরিতে ব্যবহার, অনুমোদনহীন প্রোডাক্ট বিক্রি করা, খাবারে মেয়াদের তালিকা না থাকা,, বিএসটিআই এর অনুমোদন ছাড়া দই তৈরি করার কারনে বেকারির মালিকের নিকট থেকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ও ৪৩ ধারায় ২০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

এ সময় মেহেরপুর জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদসহ পুলিশের একটি দল সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে দুই মেম্বর প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ

ঝিনাইদহের সদর উপজেলার কালীচরণপুর ইউনিয়নের বড়কামারকুন্ডু গ্রামে বিজয়ী ও পরাজিত মেম্বর প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ৭ জন আহত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আটক করা

হয়েছে ৫ জনকে।

পুলিশ জানায়, ৪র্থ ধাপের ইউপি নির্বাচনে কালীচরণপুর ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বর পদে নির্বাচিত হন শাহীদুল ইসলাম। মঙ্গলবার সকালে বড়কামারকুন্ডু গ্রামে শাহীদুলের সমর্থক লিটন হোসেনকে মারধর করে পরাজিত মেম্বর প্রার্থী ইকবালের লোকজন। এ ঘটনার জের ধরে দুপুরে উভয় পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ৭ জন আহত হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা বলেন, ঘটনাস্থল থেকে ৫ জনকে আটক করা হয়েছে। কোন পক্ষ থেকে অভিযোগ এলে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় ভ্যান থেকে নামিয়ে নারীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেফতার ২

চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকায় এক নারীকে ভ্যান থেকে নামিয়ে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষনের ঘটনা ঘটেছে। এঘটনায় পুলিশ দুজনকে গ্রেফতার করেছে।

গত সোমবার রাতে ভুক্তভোগী নারী বাদি হয়ে তিনজনের নাম উল্লেখ করে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। গ্রেফতাররা হলেন, চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার সুমিরদিয়া গ্রামের মৃত আমজাদ হোসেনের ছেলে রুবেল হোসেন (৩২) ও একই এলাকার আলী হোসেনের ছেলে নাজিম উদ্দিন (৩০)। এছাড়াও বিল্লাল হোসেন নামে একজন পলাতক রয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে নিশ্চিত করেছেন চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মহসিন।

এজাহার সুত্রে জানা যায়, গত ২৫ ডিসেম্বর রাতে খেজুর গুড় কিনে ব্যাটারি চালিত পাখিভ্যানযোগে বাড়ি ফিরছিলেন ওই নারী। এসময় তিনজন মোটরসাইকেলযোগে পাখিভ্যানটি গতিরোধ করে ওই নারীকে জোরপূর্বক তুলে নেয়। পাখিভ্যান চালক বাধা দিলে তাকেও মারধর করে অভিযুক্তরা। পরে ওই নারীকে শহরের বুজরুকগড়গড়ী মাদারতলা রোডের ইটভাটার পাশের্ব একটি আম বাগানে পালাক্রমে ধর্ষণ করে তিনজন। রাত ১২ টার দিকে অভিযুক্তরায় ওই নারীকে তার বাড়িতে পৌছে দেয় এবং কাউকে না বলতে বিভিন্ন হুমকি ধামকি দেয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মহসিন বলেন, হুমকিধমকি ও লোকলজ্জার ভয়ে দুইদিন চুপ থাকার পর সোমবার রাতে ধর্ষনের স্বীকার নারী তিনজনের বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। মামলার পর রাতেই দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়। পলাতক বিল্লাল হোসেনকে গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত আছে।

দর্শনায় পুলিশের অভিযানে দুই জুয়াড়ী গ্রেফতার

দর্শনার উজলপুর গ্রামের মাঠে জুয়ার আসরে অভিযান চালিয়ে দুই জুয়াড়ীকে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশের একটি দল

আটককৃতরা হলো দর্শনা পৌর এলাকার ১ নং ওয়ার্ড দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের হল্ট স্টেশন পাড়ার রবিউল ইসলামের ছেলে জুয়ারী মিলন হোসেন (৩৫) এবং একই গ্রামের মাঝপাড়ার মৃত এরশাদ মন্ডলের ছেলে নাজিম উদ্দীন (৪৫)।

জুয়ার আসর থেকে নগদ টাকা ও জুয়া খেলার সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে পুলিশ।

জানা গেছে রবিবার বিকাল ৫টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীরের নেতৃত্বে এসআই আহমেদ আলী বিশ্বাস সহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে উজলপুরে গ্রামের মাঠে

বাবু মিয়ার আম বাগানের ভিতর জোয়ার আসরে অভিযান পরিচালনা করে।

এসময় জোয়ার আসর হতে জুয়া খেলা নগদ ১৩ শত টাকা ও জুয়া খেলার সামগ্রী ৩০ পিচ তাস, ১ টি চট (মাদুর) উদ্ধার করেন। গ্রেফতারকৃত সহ পলতাক আসামীদের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

দর্শনা থেকে আড়াই কোটি টাকার স্বর্ণের বার উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা থেকে ভারতে পাচারের সময় মালিকবিহীন ৪টি স্বর্ণের বার জব্দ করেছে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি।

শুক্রবার রাত ৮ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬ বিজিবি) পরিচালক লে. কর্নেল মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান মেহেরপুর প্রতিদিনকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে স্বর্ণের বার ভারতে পাচার হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬ বিজিবি) অধীনস্থ বারাদী বিওপির নায়েক জুলহাস উদ্দিনের নেতৃত্বে একটি বিশেষ টহল দল অভিযান পরিচালনা করেন।

এ সময় চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানার অন্তর্গত সীমান্তের মেইন পিলার ৭৮ হতে আনুমানিক ১.৫ কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রামনগর গ্রামের ঈদগা মাঠ নামক স্থান হতে মালিকবিহীন পরিতক্ত্য অবস্থায় ৪ টি স্বর্ণের বার (৪ কেজি (৩৪২.৯৪ ভরি) উদ্ধার করা হয়।

লে. কর্নেল মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান বলেন, উদ্ধারকৃত স্বর্ণের বারগুলোর আনুমানিক বাজার মূল্য ২ কোটি ৫৭ লাখ ২০ হাজার টাকা। শুক্রবার জব্দকৃত স্বর্ণের বার চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারি অফিসে জমা দেয়া হয়েছে। শনিবার দর্শনা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হবে।

মেহেরপুরে ফেন্সিডিলসহ আটক ১

মেহেরপুর জেলা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে রুপা খাতুন নামের এক নারীকে ৫ বোতল ফেন্সিডিলসহ আটক করেছে সদর থানা পুলিশের একটি দল।

বৃহস্পতিবার রাত আটটার দিকে সদর থানা পুলিশের এএসআই কোহিতুর এর নেতৃত্বে শহরের ভূমি অফিস পাড়ায় অভিযান চালিয়ে রুপাকে আটক করা হয়। রুপা খাতুন শহরের ভূমি অফিস পাড়ার ইউসুফ আলীর মেয়ে।

এএসআই কহেতুর জানান, শহরের ভূমি অফিস পাড়ায় একাধিক মাদক মামলার আসামি রুপার বাড়িতে তল্লাশি করে ৫ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়।

এর মধ্যে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে দুই বোতল ফেন্সিডিল চুলার ভিতরে ফেলে দেয়। তার বাড়িতে পুলিশ সদস্যরা তল্লাশি চালাতে গেলে বটি দিয়ে আমাদেরকে মারার হুমকি দেয়।

পরে পুলিশের সকল সদস্য নিয়ে তার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বাড়ির বিভিন্ন জায়গায় ফেলে রাখা ৩ বোতল ফেন্সিডিল আমরা উদ্ধার করি। পরে তাকে আটক করে মেহেরপুর সদর থানায় নিয়ে আসা হয়। তার নামে থানায় আরও মাদকের মামলা রয়েছে।

আলমডাঙ্গায় গ্রাম্য ডাক্তারের হাত ধরে ২ সন্তানের জননী অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি

গ্রাম্য ডাক্তারের হাত ধরে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছে ২ সন্তানের জননী প্রেমিক জুটি । গত ২১শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার উপজেলার পারকুলা আবাসনে এ ঘটনাটি ঘটে। এ ঘটনায় স্ত্রীকে ফিরে পেতে

গৃহবধূর স্বামী সাগর আলি বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের পারকুলা গ্রামের খেদ আলি মালিথার ছেলে আনোয়ার মালিথা। সে দীর্ঘদিন পারকুলা বাজারে গ্রাম্য ডাক্তারি করে। চিকিৎসার সূত্র ধরে পরিচয় হয় পারকুলা আবাসনের সাগর আলির স্ত্রীর সাথে। গোপনে মোবাইল ফোনে প্রেম সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

বিষয়টি জানাজানি হলে সাগর তার স্ত্রীর প্রেমিক আনোয়ারকে যোগাযোগ করতে নিষেধ করে। গত ২১শে নভেম্বর মঙ্গলবার ঘরে ১ সন্তান রেখে কোলের শিশু নিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায় পরকীয়া প্রেমিক জুটি। এ ঘটনায় সাগর তার স্ত্রীকে ফিরে পেতে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ করেন।

কোটচাঁদপুরে স্কুল শিক্ষার্থী হত্যা মামলার প্রধান আসামী আটক

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে নৃশংস ভাবে এক স্কুল শিক্ষার্থীকে কুপিয়ে ও গলাকেটে হত্যার অভিযোগে প্রধান অভিযুক্ত মিলন দাশ (২১) কে আটক করেছে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ।

গত বুধবার রাত ৯ টার দিকে প্রযুক্তির (মোবাইল ট্রাকিং) মাধ্যমে বাগডাঙ্গা রাস্তা পাড়া বাড়ির পাশ থেকে তাকে আটক করা হয়।

বৃহস্পতিবার বিকালে এক প্রেস ব্রিফিং এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কোটচাঁদপুর সার্কেল) মোহাইমিনুল ইসলাম।

এসময় তিনি সাংবাদিকদের জানান, আটক মিলন দাশ উপজেলার বাগডাঙ্গা গ্রামের সলেমান আমিনের ছেলে স্কুল শিক্ষার্থী রিয়াদ হোসেন খুনের প্রধান আসামী। বুধবার রাতে সে বাগডাঙ্গা গ্রামের ঝিঁনুর আম বাগানের পাশে রিয়াদকে নৃশংস ভাবে কুপিয়ে ও গলাকেটে হত্যা করে কপোতাক্ষ নদে ফেলে দেয়। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে খুনের রহস্য ও

লোমহর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন আসামী মিলন দাশ।

পুলিশ জানায়, দীর্ঘদিন ধরে আসামী মিলন দাশ ও ভিকটিম রিয়াদ খাঁন এক সঙ্গে মাদক সেবন করে। সে সুবাদে আসামীর মা অঞ্জলি দাশের সঙ্গে জৈনক এক ব্যাক্তির অনৈতিক ও অসামাজিক একটি ভিডিও ধারন করে রিয়াদ খাঁন। দীর্ঘদিন ধরে সেই ভিডিও দেখে আসামী মিলনকে ব্লাক মেইল করে আসছিল রিয়াদ। মিলন সে ভিডিওটি রিয়াদকে ডিলেট করতে বলে। এরপরও ভিকটিম সেই ভিডিওটি ডিলেট না করে তাকে নানা ভাবে ব্লাক মেইল করছিল। এতে সে রিয়াদের উপর ক্ষিপ্ত হয়। এবং তাকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার কথা ভাবে। যার ফলশ্রতিতে বুধবার রাতে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে এবং লাশ পানিতে ভাঁসিয়ে দেয়।

যে ভাবে হত্যাকরা হয়ঃ
হত্যার পরিকল্পনায় আসামী মিলন দাশ তার মায়ের ব্যবহৃত একটি দা চৌকাঠে ধার দিয়ে ঘটনাস্থলে রেখে আসে। হত্যার রাতে সে রিয়াদকে মাদক সেবনের জন্য ডেকে নেয়। রাত ৯ টার দিকে আসামী ও ভিকটিম দু’জনেই মাদক সেবন করে এবং রিয়াদকে অতিরিক্ত মাদক সেবন করাই। এক পর্যায়ে অতিরিক্ত সেবনে রিয়াদ অচেতন হলে তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে উপর্যুপরি কোপাতে থাকে। এসময় রিয়াদ শরীরের শক্তি দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা চালাই ও দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে। এবং উভয়ের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়।

পুলিশ জানায়, মিলন দাশের ধারালো দায়ের কোপে রিয়াদের একটি হাতের কব্জি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এক পর্যায়ে রিয়াদ দূর্বল হয়ে পড়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আসামী মিলন দাশ রিয়াদের মৃত্যু নিশ্চিত করতে তাকে জবাই করে এবং মুখ ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্ষত-বিক্ষত করে নৃশংস ভাবে হত্যা করে পানিতে ফেলে রাখে। পরদিন সকালে পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে।

এঘটনায় নিহতের পিতা সলেমান খান বাদী হয়ে কোটচাঁদপুর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। যার নং-৪, ২২/১২/২১। পরে পুলিশ প্রযুক্তি ব্যবহার করে হত্যার মূল আসমী মিলন দাশকে আটক করে। আটক মিলন দাশ উপজেলার বাগডাঙ্গা গ্রামের রাস্তা পাড়ার মৃত মুকুল দাশের ছেলে, সে পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি। প্রেস বিফিংএ উপস্থিত ছিলেন, থানার অফিসার ইনচার্জ মঈন উদ্দিন, ওসি (তদন্ত) ইমরান আলম, সেকেন্ড অফিসার আব্দুল মান্নান।